গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফেনী জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র

সাম্প্রতিকঅর্জন, চ্যালেঞ্জএবংভবিষ্যৎপরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছেএবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯০% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩(তিন) অর্থবছরেপল্লী ও পৌর এলাকায়৪৬৪৭টি গভির নলকূপ ও ০৮ টিউৎপাদক নলকূপ, ৫৩ কিঃমিঃবিভিন্ন ব্যসের পাইপ লাইন স্থাপন।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ফেনী জেলার উপকূলীয় এলাকা বিধায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণওকার্যকারিতাবৃদ্ধিকরণ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পানিসরবরাহওস্যানিটেশনখাতকেবিশেষঅগ্রাধিকারপ্রদানপূর্বকপৃথকবাজেটবরাদ্দকরন।সামগ্রিককাজেরমনিটরিংওমূল্যায়নেরজন্যপ্রয়োজন
সর্বজনীনকভারেজসংজ্ঞায়িতকরণতথ্যসংগ্রহওসংরক্ষন।পানিসরবরাহওস্যানিটেশনব্যবস্থারসঠিকব্যবহারনিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এইখাতেঅপ্রতুলবাজেটবরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ফেনীজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি৫০ জনেরজন্যএকটিপানিরউৎসস্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থপানিরযথাযথব্যবহারএবংসংরক্ষন,পুকুরখননেরমাধ্যমেভূ-পৃষ্ঠেরপানিব্যবহারবৃদ্ধিকরণ,
জেলারপ্রতিটিইউনিয়নেপাইপডওয়াটারসাপ্লাইসিস্টেমস্থাপন।স্বাস্থ্যসম্মতউন্নতমানেরল্যাট্রিনেরকভারেজবৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদসুপেয়পানিসরবরাহেরকভারেজশতভাগেউন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যপ্রধানঅর্জনসমূহ

- পল্লী ও পৌরএলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-১১১৮টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন –০৪টি
- পল্লীও পৌর এলাকায় পাইপলাইনস্থাপন–৫০কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌরএলাকায় ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন–৩০০টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন–১২টি
- পৌরএলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ- ১টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ -০৪টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় হাউজ কানেকশান–২০০০টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফেনী জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২সালেরজুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: